২

তারিখ 25 SEP 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ভোরের কাগজ

সিলেবাস জটিলতা ॥ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ ও ৩টি অধিভুক্ত কলেজের ছাত্র–ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

মোকাম্মেল হক ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ ও অধিভুক্ত ঢাকার শেরে বাংলা কৃষি কলেজ, পটুয়াখালী কৃষি কলেজ ও দিনাজপুরের হাজী দানেশ কৃষি কলেজের প্রথম বর্ষের শত শত ছাত্র–ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। প্রথম বর্ষের (১৯৯১–৯২) ক্লাস গত ৫ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট সিলেবাস এখনও প্রণয়ন করা হয়নি। কৃষি অনুষদের স্নাতক বিএসসি'র মোট ৪ হাজার ৩শ' নম্বরেরস্থলে সাড়ে ৪ হাজার নম্বর করার কথা। এর প্রেক্ষিতে কৃষি অনুষদ ও অধিভুক্ত কলেজসমূহে নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করার কথা। আজ পর্যন্ত সিলেবাস প্রক্রিয়ান্বিত হয়নি। এমনকি কৃষি অনুষদের অনুষদীয় সভায় সিলেবাস সংক্রান্ত কোনো কথা হয়নি বলে ছাত্র–ছাত্রিরা জানান। ফলে ছাত্র–ছাত্রীদের ক্লাস দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম–কানুন অনুসারে কোর্স ক্যারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন করে তা পরবর্তী বর্ষে কার্যকর করার কথা থাকলেও কৃষি অনুষদ ও কলেজসমূহে ছাত্র–ছাত্রীদের ক্লাসে রেখে সিলেবাস সংক্রান্ত সভা করেও সিলেবাস এখনও প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। নতুন সিলেবাসের জন্যে ছাত্র–ছাত্রিরা প্রতিদিনই মিছিল–মিটিং করে চলছে। কৃষি শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে কোর্স ক্যারিকুলাম পরিবর্তনের ব্যবস্থা শিক্ষা পরিষদে গৃহীত হলেও দীর্ঘ ৩ মাসে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। গত ২২ জুলাই শিক্ষা পরিষদের ১১৬তম অধিবেশনে তীব্র বাধানুবাদ ও ১০ জন শিক্ষকের আপত্তি সহকারে তা পাস করা হয়েছিলো। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গত ১৪ জুন কৃষি অনুষদ ও অধিভুক্ত কলেজসমূহের নতুন কোর্স ক্যারিকুলাম প্রসঙ্গে ৩৫ জন বক্তার মধ্যে ১৩ জন পক্ষে এবং ২২ জন বিপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন বলে জানা গেছে। তিনটি অধিভুক্ত কলেজসমূহের অধ্যক্ষরা তাদের শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতা ও শিফটের অপ্রতুলতার কথা উল্লেখ করে বক্তব্য রেখেছিলেন। কৃষি অনুষদ ও কলেজসমূহের প্রথম বর্ষের কিছু কিছু বিষয়ের নম্বর সংকোচন করে নতুন ৫টি বিষয় সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার কথা।

একই বর্ষের অন্যান্য অনুষদের ছাত্র–ছাত্রিরা তাদের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছে বা দিচ্ছে। সেখানে কৃষি অনুষদের ছাত্র–ছাত্রিরা সিলেবাস ছাড়াই ক্লাস করছে। সিলেবাস ছাড়া ক্লাস নেয়াটা শিক্ষকদের বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হচ্ছে।